UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

2012
INTERNATIONAL YEAR OF
SUSTAINABLE
ENERGY FOR ALL

মে-জুন ২০১২ May-June 2012

২৪তম বর্ষ ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা Volume-XXIV, No. V, VI

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস ২০১২

‘কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করা’

১৫ মে ২০১২

গোড়ার কথা

কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রবণতার অভিঘাত বিগত দশকগুলোতে বেশকিছু জনমিতিগত ও আর্থ-সামাজিক প্রবণতা কাজ এবং পারিবারিক জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ছোট থেকে ছোট সংসারের প্রতি জনমিতিগত প্রবণতা, শ্রমে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও দ্রুত নগরায়ন এবং উন্নততর কাজের সুযোগের সন্ধানে অধিকতর সচলতার ফলে পরিবারের ছোট ও অসহায় সদস্যদের সেবাযত্ন দিয়ে দেখে রাখার মতো বিশাল পরিবারের সনাতন বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

ছোটদের দেখাশোনার মতো বিশাল পরিবারের স্বজনদের কম পাওয়া যায় বলে কর্মরত মা-বাবার পক্ষে শিশুদের দেখাশোনা ও অন্যান্য পারিবারিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে কাজের পরিবেশকে সামলে নেয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়। বিশেষ করে, ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে অর্থনৈতিক সংস্থানের জন্য সক্রিয় থেকে শিশু ও অসহায় সদস্যদের দেখাশোনার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া সমসাময়িক মা-বাবার জন্য একটা প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিশ্বজুড়ে শতকরা ৫২ ভাগের বেশি নারী শ্রমবাজারে রয়েছে। এর মধ্যে ওইসিডিভুক্ত দেশগুলোর অর্ধেকের বেশি নারী তাদের সন্তানের বয়স ৩ বছর হওয়ার আগেই শ্রমবাজারে থাকে। শিশু প্রতিপালন ছাড়াও পরিবারগুলো প্রবীণ আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের পিছিয়ে পড়া সদস্য বা পরবর্তী জীবনে তাদের পরিবার ছেড়ে চলে যেতে পারে এমন ছেলেমেয়ের সেবাযত্নের মতো বহুবিধ বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হয়। ফলে কর্মজীবী মা-বাবা অনেক ক্ষেত্রে একই সময়ে কয়েক প্রজন্মের পারিবারিক দায়িত্বের তীব্রতর চাপের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

কাজের দায়িত্বও বেড়েছে। উন্নত দেশগুলোতে কর্মঘণ্টা কমবেশি একই রকম বা হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে এশিয়ায় তা উচ্চে রয়ে গেছে। অধিকন্তু ইউরোপীয় উপাত্ত অনুসারে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা রাতে কাজ করা এবং বাড়িতে কাজ নিয়ে আনার মতো অস্বীকৃত ‘অপ্রতিরূপক কর্মঘণ্টা’ অধিক হারে

সাধারণ হয়ে উঠছে বলে কাজ ও সেবাযত্নের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আরো বেশি কষ্টকর হয়ে পড়ছে। দীর্ঘ কর্মঘণ্টার সঙ্গে অসুস্থতাজনিত উচ্চহারে অনুপস্থিতি ও কম উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা বাড়ছে। অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার ব্যয় করার মতো সময় কমিয়ে দেয় এবং পারিবারিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর তার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এসব প্রবণতার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি এবং বিশেষ করে যাদের ছোট ছেলেমেয়ে আছে সেসব পরিবারের জন্য কাজ ও লালন-পালনের দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এগিয়ে নেয়ার মতো বাস্তব কর্মকৌশলের প্রতি সমর্থন জানানো পারিবারিক নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে।

কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় পরিবারমুখী নীতি ও কর্মসূচি

কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য এগিয়ে নেয়ার মতো পরিবারমুখী নীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্নতা রয়েছে। এগুলো সন্তানের সুবিধার্থে মা-বাবার ছুটির বিধান ও নমনীয় কর্মব্যবস্থা এবং মানসম্মত ও ব্যয়সাধ্য শিশু যত্নের সুযোগের মতো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

মা-বাবার ছুটি

বেশিরভাগ উন্নত এবং অনেক উন্নয়নশীল মধ্য আয়ের দেশে সন্তান জন্মের পর মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব ছুটি এবং ছোট শিশু লালন-পালনের জন্য পিতৃত্ব ছুটি দেয়া হয়। অবশ্য বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে গুটিকয়েক দেশ আইএলও মান অনুসারে সমন্বিত সুবিধা প্রদান করে। মা-বাবার ছুটি, বিশেষ করে পিতৃত্ব ছুটি গ্রহণ কর্মস্থলের সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রত্যাশার কারণে বিঘ্নিত হতে পারে।

মাতৃত্ব ছুটির বিধান শিশু মৃত্যু ও অসুস্থতার হার হ্রাস ও অধিকহারে স্তন্যদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। পিতৃত্ব ছুটি গ্রহণের ফলে তা অনেক ক্ষেত্রেই শিশু যত্নে বাবার বাস্তব ও আবেগপূর্ণ বিনিয়োগ ঘটায় এবং এটাকে পরবর্তীকালে পারিবারিক দায়িত্বে পিতার অধিক সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও পরিবারে পুরুষের ভূমিকা : লিঙ্গভিত্তিক সমতার লক্ষ্যগুলো কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পছন্দ ও প্রয়োজনের কারণে নারী ক্রমবর্ধমান হারে মজুরিভিত্তিক শ্রমশক্তিতে ঢুকছে। এখানে তারা নিয়োগ ও সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই বৈষম্যের শিকার হয়। একই সঙ্গে নারী ও মেয়েরা এখনো সংসারের বেশিরভাগ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সকল অঞ্চলেই পুরুষের চেয়ে মেয়েরা মজুরিবিহীন গৃহস্থালি কাজে অন্ততপক্ষে দ্বিগুণ সময় ব্যয় করে। কোনো কোনো দেশে মেয়েরা সন্তান লালন-পালনে পুরুষের দশগুণ সময় ব্যয় করে।

মজুরিবিহীন কাজকে হিসেবে ধরলে মেয়েদের কর্মঘণ্টা বিশ্বের সকল অঞ্চলেই পুরুষের চেয়ে দীর্ঘতর। সেবাযত্নের কাজে পুরুষের অব্যাহত সীমিত অংশগ্রহণকে লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রায়ই একটা বড় বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে এবং আয়ের বিধানের বাইরে পরিবারে পিতা ও লালন-পালনকারী হিসেবে পুরুষের ভূমিকা ক্রমশ বিশ্বের অনেক অংশে অধিক স্বীকৃত হচ্ছে। লিঙ্গভিত্তিক সমতার প্রয়াসে পুরুষ ও ছেলেদের নিয়োজিত করা এবং তাদের সংসার ও সেবাযত্নের দায়িত্বের বৃহত্তর হিস্যা গ্রহণে উৎসাহিত করা অনেক দেশে একটা নীতিগত অগ্রাধিকার। লিঙ্গভিত্তিক সমতার ক্ষেত্রে এসব কর্মকৌশলের একটা অনুকূল অভিঘাত রয়েছে; যা মা-বাবা উভয়ের মধ্যে পারিবারিক দায়িত্বের অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বণ্টনে অবদান রাখে এবং পরিবারের সকল সদস্যের জন্য কাজ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনে সহায়তা করে।

সামনের পথ

পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থনৈতিক ও ভাবাবেগের বিষয়গুলোর ব্যবস্থা করার সামর্থ্যের মূলে নিহিত রয়েছে কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্বগুলোর সঙ্গে পরিবারগুলোকে এঁটে উঠতে বিভিন্ন ধরনের কর্মকৌশল বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে, অবশ্য কাজ এবং পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত নীতিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান বিপুলসংখ্যক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অধিকন্তু কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি সহায়ক ব্যবস্থার সুযোগ প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রিত শ্রমবাজারে থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অনেক শ্রমিক কেবল পরিবারের প্রতি অবন্ধুসুলভ নয় বরং কাজের বিপজ্জনক পরিবেশেরও সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে কর্মজীবী দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য উন্নততর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব কর্মসংস্থান সুরক্ষার প্রয়োজন।

সন্তানের পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুলতে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্ক নিশ্চিত করতে কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার সহায়ক পরিবারবান্ধব কর্মকৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে পরিবারের কল্যাণের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার ও নিয়োগকারীর সামাজিক দায়িত্বও পরিস্ফুট হয়, যা সকল শ্রমিক সম্পর্ক, কর্মচারীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও শিশুকল্যাণে অবদান রাখে।

সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ এবং পরিবারের সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার যেসব সদাচার বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং যেগুলোর প্রতি সমর্থন জানানো হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানবিনিময় গুরুত্বপূর্ণ। কর্মস্থলে পেশাগত সমর্থন এগিয়ে নেয়া এবং আরো অধিক পরিবারবান্ধব সংস্কৃতি তৈরির জন্য পরামর্শ ও প্রচেষ্টাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে পরিবারগুলোর কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ এবং পরিবারের সামঞ্জস্য বিধানের গুরুত্ব আরো ভালোভাবে অনুধাবনের সুবিধার্থে নিয়োগকারী, ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও অংশীদারিত্বকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আরব জাগরণ এবং জাতিসংঘের রাজনৈতিক সাড়া

সা ক্ষা ৎ কা র

বি. লিন পাসকো
জাতিসংঘ রাজনীতি বিষয়ক দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল

মহাসচিব বান কি-মুনের প্রথম মেয়াদকালে বি. লিন পাসকো রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন। এ সময়ে তিনি বিশ্বজুড়ে সঙ্কটের প্রতি সাড়া দিতে গিয়ে নিরোধ কূটনীতি ও মধ্যস্থতার মতো হাতিয়ারগুলোর ব্যবহার জোরদার করতে গিয়ে মহাসচিবের পক্ষে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিস্তৃত উত্তপ্ত স্থানগুলোতে ২০১১ সালে এসব সামর্থ্যের পরীক্ষা আবারও হয়ে গেছে।

ইয়ার ইন রিভিউর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মি. পাসকো আরব বিশ্বে এখনো বিদ্যমান নাটকীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি জাতিসংঘের রাজনৈতিক সাড়ার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে ছিল মহাসচিবের সুস্পষ্ট বার্তা, দূত, মধ্যস্থতা ও জাতিসংঘের সহায়তা চেয়ে অনুরোধ জানানো বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পাঠান, আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা ও লিবিয়ায় জাতিসংঘের নবতম রাজনৈতিক মিশন মোতায়েন।

দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়া আরব বসন্ত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর ভিত নাড়িয়ে বা একেবারে তছনছ করে দেয়ার মাধ্যমে এ বছর মধ্যপ্রাচ্যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। জাতিসংঘ কীভাবে সাড়া দিয়েছে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আরব বসন্ত শুরু হওয়ার গোড়াতেই মহাসচিব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, জাতিসংঘকে জনগণের পাশে এবং আধুনিকায়নের পক্ষে থাকতে হবে। মধ্যপ্রাচ্য কোনো না কোনোভাবে একটা ব্যতিক্রম, এটা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নয় বলে পুরনো যে ধারণা তা বরাবরই ছিল নির্বোধোচিত। তাই তিউনিসিয়া থেকে শুরু করে মিসর ও এরপর লিবিয়া হয়ে সমগ্র অঞ্চলে সংস্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আহ্বানের প্রতি জাতিসংঘ সমর্থন জানায়। বাহরাইন, ইয়েমেন ও সিরিয়ার মতো দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের প্রতি মহাসচিব মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার এবং তাদের জনগণের পরিবর্তনের বৈধ আকাঙ্ক্ষার প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে সাড়াদানের জন্য বারংবার আহ্বান জানিয়েছেন।

এসব দেশে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে জাতিসংঘ কীভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে?

প্রতিটি দেশের অনন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতিসংঘের সাড়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। উদাহরণ হিসেবে, তিউনিসিয়ায় অক্টোবরের নির্বাচনের প্রস্তুতির সঙ্গে জাতিসংঘ গভীরভাবে জড়িত ছিল। রাজনীতিবিষয়ক দপ্তর (ডিপিএ) জাতীয়

নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক সহায়তাদানের মাধ্যমে তিউনিসে নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ মোতায়েনের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে কাজ করেছে। এটি ছিল তিউনিসীয়দের নেতৃত্বাধীন একটা প্রক্রিয়া; যা খুব ভালোভাবে কাজ করে এবং সফল সংসদীয় নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যালটের মাধ্যমে তিউনিসীয় জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত করার মধ্যে যে উৎসাহ প্রতিফলিত হয়েছে তা ছিল সমগ্র অঞ্চল, বিশেষ করে মিসরের জন্য একটা প্রেরণা, যেখানে জাতিসংঘ নির্বাচনী সহায়তা দিয়েছে।

লিবিয়া ছিল আরো জটিল একটা চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে আপনি কী বললেন?

প্রথমত, যুদ্ধ এলাকা থেকে তিউনিসিয়া ও মিসর সীমান্তের দিকে পলায়নরত উদ্বাস্তুদের দুর্ভোগ লাঘব করা ছিল আশু প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বিরোধী পক্ষ ও গাদ্দাফির মধ্যে একটা চুক্তিতে পৌঁছানো যায় কিনা সে ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ একটা মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। মহাসচিব এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ডিপিএর বাস্তব ও লজিস্টিক্যাল সহায়তাসহ একজন উচ্চপদস্থ কূটনীতিক জর্ডনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদেল-ইল-আল-খতিবকে নিয়োগ করেন। একই সঙ্গে মহাসচিব ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপনীত অথবা গাদ্দাফির পতনের পর সঙ্ঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে লিবিয়ার জন্য ডিপিএকে পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দেন। সঙ্ঘাত-পরবর্তী পরিকল্পনা বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা আয়ান মারটিনের নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলে এবং এতে সমগ্র জাতিসংঘ ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বরে গাদ্দাফির পতনের পর নিরাপত্তা পরিষদ লিবিয়ায় জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনএসএমআইএল) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ছিল একটা রাজনৈতিক মিশন যার প্রধান করা হয় মি. মারটিনকে, যিনি একটি অগ্রগামী দল

এবং লিবীয় জনগণের সর্বোত্তম সাহায্যের জন্য লিবিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ কী ধরনের সহায়তার অনুরোধ জানাতে পারে সে সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট একটা ধারণা নিয়ে ইতোমধ্যেই সরেজমিনে ত্রিপোলিতে ছিলেন।

UNSMIL-কে শান্তিরক্ষা মিশনের বিপরীত একটা রাজনৈতিক মিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হয়?

একটি মিশনকে দেশ ও জনগণের প্রয়োজনের উপযুক্ত হতে হয়। সংঘাতের পর কোনো ধরনের স্থিতিশীলকরণ শক্তির প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে আমরা লিবীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি; কিন্তু তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিরাপত্তার দায়িত্বে তারা থাকবেন এবং তারা ভালোভাবেই তা সামাল দিয়েছেন। জাতিসংঘের কাছে তারা যেখানে সহায়তা চেয়েছেন তা ছিল আন্তর্জাতিক সাহায্যের সমন্বয় এবং নির্বাচন, শাসন, সংবিধান প্রণয়ন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আর একটি পেশাদার পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনী গঠনের মতো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবস্থা করা। এসব কারণে একটি রাজনৈতিক মিশনই ছিল যৌক্তিক পছন্দ।

সিরিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। আমরা কি জাতিসংঘের অনুরূপ একটা ভূমিকা দেখব?

আমাদের নমনীয় হতে এবং প্রতিটি বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের সাড়াকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে।

প্রতিটি দেশের অনন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতিসংঘের সাড়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের

সিরিয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টা গোপনীয় নয় যে, নিরাপত্তা পরিষদে বিভক্তি দেখা দেয় এবং এটা তার কার্যব্যবস্থার আওতাকে সীমিত করে দেয়। একই সঙ্গে মহাসচিব সহিংসতার অবসান এবং সত্যিকার গণতান্ত্রিক সংস্কারের কথা বারংবার বলেছেন। তিনি আরব লীগ মহাসচিবের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং সিরিয়ায় রক্তপাত বন্ধ ও সঙ্কট নিরসনে আরব লীগের প্রচেষ্টায় সহায়তার প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সহকারে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের সঙ্গেও কাজ করেছি এবং একটি আন্তর্জাতিক স্বতন্ত্র তদন্ত কমিশন গঠনকেও স্বাগত জানিয়েছি, কিন্তু কমিশনকে সে দেশে যেতে দেয়া না হলেও উদ্বাস্তুদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তা একটি জোরালো রিপোর্ট তৈরি করেছে। জাতিসংঘ চাহিদা নিরূপণের একটি খসড়া তৈরির জন্য সরেজমিন মানবিক কর্মীদের সঙ্গেও কাজ করছে।

ইয়েমেনের ব্যাপারেও জাতিসংঘের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সেখানকার চ্যালেঞ্জগুলো কী?
ইয়েমেনের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। ইতোমধ্যেই সেখানে বিদ্যমান বহুবিধ সংঘাতের ওপরে আরব বসন্ত রাজনৈতিক সঙ্কটের আকারে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে, যাতে বিক্ষোভকারী ও বিরোধী পক্ষগুলো জোরালো দাবি তোলে যে, দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহকে পদত্যাগ ও সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে। জামাল বেনোমারকে ডিপিএর সমর্থনপুষ্ট বিশেষ উপদেষ্টা নিয়োগ করে সঙ্কট নিরসনে মহাসচিব আঞ্চলিক প্রচেষ্টার পক্ষে তাঁর কূটনৈতিক প্রভাব কাজে লাগান। ইয়েমেনের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যে তাঁর কূটনীতির ফলে ২০১২ সালের গোড়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ইয়েমেনকে বৃহত্তর গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নেয়া ও সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে দু'বছরমেয়াদি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা সংবলিত একটি রাজনৈতিক অন্তর্বর্তী চুক্তি নভেম্বরে সম্পাদিত হয়। এই প্রক্রিয়ার পক্ষে এবং এর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া নিশ্চিত করার জন্য আগামী দিনগুলোতে জাতিসংঘ কাজ করে যাবে।

এ অঞ্চলে উত্তরণ এখনো ঘটছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহিংসতা ও প্রতিবন্ধকতায় তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আপনি কতোটা আস্থাশীল যে, আরব বসন্ত যেসব পরিবর্তন সচল করেছে তা সংহত ও টেকসই হবে?

এ অঞ্চলে নতুন ব্যবস্থার অভ্যুদয়ে বেশ কয়েক বছর লাগবে। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, পুরনো মধ্যপ্রাচ্য মৃত এবং তা আর ফিরে আসছে না। এ অঞ্চলের আরো রক্ষণশীল কুশীলবও অনুধাবন করেছেন যে, তাদের পরিবর্তন আনতে হবে। সরকারগুলোকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্য কাজ করছেন। এমনটি যেখানকার অবস্থা নয় সেখানকার জনগণ আর রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্রের ভয়ে ভীত নয়। তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে চায়। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো এতো আকস্মিকভাবে আগত এবং অতীত থেকে এমন একটা মৌলিক বিচ্ছিন্নতার বৈশিষ্ট্যসূচক এসব রূপান্তরে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করে কার্যকরভাবে তাকে সমর্থন করে যাওয়া।

নিরোধ কূটনীতি : একটি প্রয়োজন, পছন্দ নয়
সঙ্কট যখন শুরু হয় কিংবা তা সহিংসতার আকারে ছড়িয়ে পড়ার হুমকি সৃষ্টি করে, তখন রক্তপাত বন্ধ বা তার বিস্তৃতি ঠেকানোর জন্য জাতিসংঘের প্রাচীনতম ব্যবস্থাগুলোর একটি হলো নিরোধ কূটনীতি নামে পরিচিত দ্রুত কূটনৈতিক ব্যবস্থা। আজকে এই হাতিয়ার জাতিসংঘে নবতর শক্তি অর্জন করছে। কারণ এটা প্রয়োগের মাধ্যমে নীরব সাফল্য গড়ে তোলে আস্থা, সামর্থ্যে সাম্প্রতিক বিনিয়োগের শিকড় প্রোথিত হয়, ফলপ্রসূ অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত হয় এবং সদস্য দেশগুলো বিশ্ব অর্থনৈতিক চাপের সময় সঙ্কটের ব্যয়সাশ্রয়ী উত্তর অন্বেষণ করে।

বিগত অল্প কয়েক বছরে অগণিত উদ্যোগে জাতিসংঘের দূত ও মধ্যস্থতাকারীরা সময়োচিত নিরোধ কূটনীতির মূল্য দেখিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে, তাদের প্রচেষ্টা গিনি ও কিরগিজস্তানে ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক উত্তরণ লালন, ইয়েমেনে রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে উৎসাহদান, মালাবিতে বিরোধকে সংলাপের পথে নিয়ে যেতে ও দক্ষিণ সুদানে একটি শান্তিপূর্ণ গণভোট আয়োজনে সহায়তা করেছে।

এ ধরনের যে ফলগুলো অর্জিত

হয়েছে তাতে উজ্জীবিত হয়ে মহাসচিব বান কি-মুন তাঁর দায়িত্বের দ্বিতীয় মেয়াদ নিরোধ কূটনীতিকে এজেন্ডার উচ্চে স্থান দিয়েছেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে এ বিষয়ের ওপর তিনি বড় ধরনের একটি রিপোর্ট দেন, যাতে সাম্প্রতিক অগ্রগতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয় এবং জাতিসংঘ ও তার অংশীদারদের আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ বছরমেয়াদি একটি এজেন্ডা উপস্থাপন করা হয়। 'নিরোধ কূটনীতি আজকে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত পরিমিত ব্যয়ে বাস্তব ফল দিচ্ছে, যা জীবন বাঁচানো ও উন্নয়নের অর্জন রক্ষায় সহায়তা করছে।' মহাসচিব তাঁর *নিরোধ কূটনীতি : ফল দিচ্ছে* শীর্ষক রিপোর্টের উপসংহারে আরো বলেন, 'আমরা যেসব দক্ষতম বিনিয়োগ করতে পারি এটা নিঃসন্দেহে তার অন্যতম। সাধারণ পরিষদের গত বছরের প্রান্তিক সময়ে আহূত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নিরাপত্তা পরিষদ মহাসচিবের আহ্বানের প্রতিধ্বনি করেছে।

আজকের বিশ্বে ফলপ্রসূ নীরব কূটনীতির সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি উপাদান সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

বিগত দশক নীতি ও তৃণমূল পর্যায়ে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলো সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে আরো সক্রিয় কূটনীতির সমর্থনে তাদের নিয়মাত্মক কাঠামো হালনাগাদ

করেছে। ২০১১ সালের জুনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে মধ্যস্থতা জোরদার করার ওপর ঐকমত্যভিত্তিক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই নিয়মাত্মক অগ্রগতিগুলো বিশ্বের অনেক অংশে সঙ্কট পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য নমনীয় অর্থায়ন ব্যবস্থাসহ নতুন নতুন বিরোধ সামর্থ্য গড়ে তোলার পথ সুগম করেছে।

ডিপিএ জোরদার করা

এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অনেক কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার রাজনীতি বিষয়ক দপ্তর (ডিপিএ) জোরদার করা একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। সদর দপ্তরে ডিপিএর মূল কাঠামোর শক্তি বৃদ্ধির জন্য মহাসচিবের অনুরোধে সাধারণ পরিষদ বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এই দপ্তরে স্থাপিত মধ্যস্থতা সহায়ক ইউনিট আলোচনায় নিয়োজিত দূত ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীকে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার জোগান দিচ্ছে। ডিপিএর মধ্যস্থতা বিশেষজ্ঞদের সাত সদস্যের মোকাবেলায় প্রস্তুত দলকে ক্ষমতা বণ্টন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংবিধান প্রণয়ন ও নারীর অংশগ্রহণের মতো বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নিয়োজিত করা যাবে। রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল বি. লিন পাসকো বলেছেন, 'এসব সামর্থ্য সদর দপ্তরে বসে বিশ্লেষণধর্মী কাগজপত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত দপ্তরটি ডেস্কনির্ভর সংস্থা থেকে সরেজমিনে নিরোধ কূটনীতি সম্পাদন ও সমর্থনের ক্রমবর্ধমান কর্মমুখী নেটওয়ার্কে যাওয়ার ভিত্তি রচনা করেছে।'

১৯৯৯ সালে ডিপিএ মাত্র আটটি রাজনৈতিক মিশন তদারক করেছে; আজকে নিরোধ কূটনীতির একটি জোরালো প্লাটফর্ম হিসেবে আফ্রিকা, মধ্যএশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে এক ডজনের বেশি এ ধরনের মিশন কাজ করছে। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোকে সংঘাত রোধ এবং সন্ত্রাসবাদ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মতো সীমান্ত অতিক্রমী হুমকির প্রতি

সাড়াদানকে সহায়তা করছে। উদাহরণ হিসেবে জাতিসংঘের পশ্চিম আফ্রিকা বিষয়ক কার্যালয় প্রধান সাইদ ডিজিনিট ২০০৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর গিনিতে ৫০ বারের বেশি যাওয়া-আসা করেছেন। আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইসিওডব্লুএএস-এর দূতদের পাশাপাশি কাজ করে তিনি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের জন্য কূটনৈতিক চাপ বজায় রাখার প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছেন। ২০১০ সালে দেশটিতে গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধিত স্বেচ্ছা অর্থায়ন ডিপিএকে সঙ্কটে আরো দ্রুত সাড়াদানে সাহায্য করছে। এ ধরনের অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে গত বছরের আরব বসন্তের মতো অচিন্তিতপূর্ণ বড় ধরনের ঘটনায় সাড়াদানে এ ধরনের অর্থায়ন দ্রুত দূত, মধ্যস্থতা ও নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ প্রেরণে সহায়তা করে। নিরোধের মূল্য প্রচলিত প্রাজ্ঞতায় পরিণত হলেও সাফল্য একটা কষ্টকর সম্ভাবনা হয়ে থাকে। পক্ষগুলো শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনিচ্ছুক হতে পারে। সরকার ও আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ভয়ে এখনো বাইরের সহায়তায় বাধা দেয়। বড় ধরনের সহিংসতার ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণও কষ্টকর হতে পারে।

সংস্কৃতির পরিবর্তন

মহাসচিব তাঁর ২০১১ সালের রিপোর্টে বলেছেন যে, বিশেষ করে পূর্বাহ্নিক ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্কৃতিতে গিয়ে নিরোধ কূটনীতিকে আরো জোরালো করতে হবে। আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরো গভীর করার ফলেও আরো দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আকস্মিকভাবে শেষ করা যাবে না, বরং তা স্থিতিশীল ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হবে। পরিশেষে, মধ্যস্থতাকারীদের প্রশিক্ষণদান ও সঙ্কটস্থলে দ্রুত নিয়োজন নিশ্চিত করার জন্য আরো আর্থিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন হবে।

এসব ব্যবস্থা নিরোধ কূটনীতিকে আরো কার্যকর করলেও সাফল্যের জন্য এগুলো কোনো নিশ্চয়তা বহন করে না। তবু জাতিসংঘ মহাসচিব তাঁর রিপোর্টে গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, 'উন্নততর নিরোধ কূটনীতি কোনো পছন্দ নয়; বরং তা একটা প্রয়োজন।'

জাতিসংঘের রাজনীতি বিষয়ক দপ্তরের নিউজ লেটার পলিটিক্যালি স্পিকিং থেকে এই নিবন্ধ অভিযোজিত করা হয়েছে।

এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১২ প্রকাশ

১০ মে, ২০১২

গত ১০ মে ২০১২ তারিখে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র 'এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ১০১২' এক গোলটেবিল বৈঠক ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে। বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কামাল মুজেরী আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন। এসকাপ প্রতিনিধি সৈয়দ এএম নুরুজ্জামান রিপোর্টটির মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নীল ওয়াকার। প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১২ অবমুক্ত করা হচ্ছে

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম
আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালন
১৫ মে, ২০১২

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে গত ১৫ মে ২০১২ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট ও ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য সচিব হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন। ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চের পরিচালক ড. মো. নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্টের সভানেত্রী বেগম তাজকেরা খায়ের, নির্বাহী সদস্য ড. জয়নাব বেগম এবং ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অধ্যাপকবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন, মাননীয় তথ্য সচিব

কাজী আলী রেজা, অধিকর্তা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

বেগম তাজকেরা খায়ের, সভানেত্রী, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালন
২৫ জুন, ২০১২

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে গত ২৫ মে ২০১২ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ইউনিভার্সাল পিস ফেডারেশন (ইউপিএফ) ও ওমেন ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিস (ডব্লিউএফডব্লিউপি) যৌথভাবে হোটেল সুন্দরবনে 'পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্য' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। ইউপিএফের সভাপতি প্রফেসর মো. শমসের আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ডব্লিউএফডব্লিউপির সভাপতি জিনাত আরা ভুঁইয়া, মহিলা নেত্রী সেলিনা খালেক, ইউপিএফের সহকারী সম্পাদক তেসুয়া আমানো এবং সমাজকর্মী ড. কালী প্রসন্ন দাস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. শমসের আলী

মো. মনিরুজ্জামান

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম
চট্টগ্রামে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও রিও+২০ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

৪ জুন, ২০১২

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও চট্টগ্রামস্থ ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা) যৌথভাবে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রিও+২০ বিষয়ে দিনব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউএনডিপির সিনিয়র সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার ড. আমিনুল ইসলাম এবং দিবসটির পটভূমি ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিবেশবিদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার খান এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জাফর আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আল আমিন। এরপর সেমিনারে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান।

কাজী আলী রেজা, অধিকর্তা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

ড. আমিনুল ইসলাম, সিনিয়র সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার, ইউএনডিপি

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ থেকে) ড. আমিনুল ইসলাম, জাফর আলম অধ্যাপক আল আমিন, অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার খান, কাজী আলী রেজা এবং মো. নুরুল ইসলাম

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

রিও+২০'র উদ্দেশ্য এবং স্বপ্ন

শা জুকাঙ

১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোয় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই সম্মেলন ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন নামেও পরিচিত। সম্মেলনে রিও পরিবেশ ও উন্নয়ন ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। যার আরেক নাম রিও নীতিমালা এবং এজেন্ডা ২১, যা বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের একটি জরুরি কর্মসূচি এবং যা জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আইনগতভাবে অবশ্য প্রতিপালনীয় দলিলপত্রের পথ সুগম করে। রিও ফলানুবর্তী প্রক্রিয়া থেকে আরো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও কর্মপরিকল্পনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে খরা ও মরুকরণ মোকাবেলা এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্মেলন শেষে ভবিষ্যৎ নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বুক বিরাট আশায় ভরে যায়। দুই দশক পর বিশ্ব দেখেছে বিরাট পরিবর্তন। এক প্রজন্মের মধ্যে এই গ্রহে আমরা প্রায় দেড়শ' কোটি মানুষ যোগ করেছি—যার প্রায় একশ' কোটি আমাদের শহরগুলোতে এবং লাখ লাখ মানুষকে চরম দৈন্যদশা থেকে বের করে আনতে পেরেছি। অনেক মানুষ দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কাটাচ্ছে, শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে, বেশিসংখ্যক শিশু স্কুলে যাচ্ছে ও স্কুল সমাপন করছে এবং নারী ও অন্যান্য অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণির ক্ষমতায়নে

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

তবু যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এসব ব্যাপক বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিকে চালিত করেছে তাও এসেছে একটা উচ্চ প্রতিবেশগত মূল্যে। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং ভূমিমানের অবনতির অধিকার মন্দ অবস্থা থেকে সুপেয় পানির ক্রমবর্ধমান দুষ্প্রাপ্যতার ফলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ১৯৯২ সালে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ছিলেন, সেই একই চ্যালেঞ্জের অনেকগুলোরই আরো প্রকোপ বেড়েছে মাত্র। অধিকন্তু বিশ্বায়নের সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয়নি এবং আয় ও সম্পদের অসমতা বেড়ে চলেছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি দেশগুলোর জন্য পরিবেশের কিছু সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হলেও পরিবেশগত অনেক চ্যালেঞ্জই এখন মাত্রা ও পর্যায়ের দিক থেকে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, যার জন্য জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কার্যক্রমের প্রয়োজন।

যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা স্বীকার করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিগত কুড়ি বছরে বাস্তবায়নের অভাব ও হারিয়ে যাওয়া সুযোগও রয়েছে। আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য এজেন্ডা ২১-এর বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্তেজোদ্দীপ্ত এবং আজ পর্যন্ত লব্ধ অর্জনগুলো গুরুত্বের সঙ্গে ক্রমবিন্যস্ত করা প্রয়োজন। অপচয়ের মতো কোনো সময় আমাদের নেই।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এ বছরের জুনে স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য নবতর রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা, বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও অবশিষ্ট ব্যবধান নিরূপণ এবং নতুন ও প্রকাশমান চ্যালেঞ্জগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে রিও+২০ সম্মেলনে সমবেত হবেন। স্থিতিশীল উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভে (অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশের সুরক্ষা) সমন্বয়, ত্বরান্বিত বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশসহ সকল কর্মকুশীলবের মধ্যে উন্নত সঙ্গতির ওপর দৃঢ়ভাবে জোর দেয়া হবে। সম্মেলনের দুটি প্রতিপাদ্য হলো

স্থিতিশীল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের নিরিখে একটি 'সবুজ অর্থনীতি' এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

রিও-২০ পর্যন্ত বিগত মাস ও সপ্তাহগুলোতে আমরা আলোচনার একটা নিবিড় সময়ে প্রবেশ করেছি এবং এখন যে চাপ রয়েছে তা হলো আজকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের ক্ষেত্রে বহুবিধ, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চ্যালেঞ্জগুলোর গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি কর্মমুখী ফল উপস্থাপন করার।

এসব বৈশ্বিক সঙ্কটের সাম্প্রতিক উদ্ভব আমাদের চলতি অর্থনৈতিক মডেলের ওপর যথেষ্ট প্রতিফলন ও বিতর্ক উদ্দীপিত করেছে। একথা ব্যাপকভাবে স্বীকার করা হয় যে, ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য বিদূরণে সবচেয়ে কার্যকর ছিল এবং তার অবদান অব্যাহতও রয়েছে, আর এ কথাও ক্রমবর্ধমান হারে স্বীকার করা হচ্ছে যে, বিশ শতকের চেয়ে একুশ শতকের প্রবৃদ্ধি হতে হবে 'আরো পরিশীলিত'। বিশেষ করে, অস্থিতিশীল ভোগ বদলাতে হবে এবং প্রয়োজন হবে জ্বালানি ও সম্পদের আরো কম নিবিড় ব্যবহার ও আরো কম দূষণ।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ অর্থনীতিকে যেভাবে দেখা হচ্ছে তা হলো, এটি একটি সম্ভাব্য বিকল্প প্রবৃদ্ধি মডেলের ব্যবস্থা করছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, যে সবুজ অর্থনীতি জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখে তা যেমন দারিদ্র্য বিদূরণ ও মানবকল্যাণ বৃদ্ধির সঙ্গে অগ্রগতি ধরে রাখবে, তেমনি ধরিত্রীর প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিও

সীমিত, মেরামত, এমনকি মোড় পরিবর্তনও করে দেবে। খাতগুলোকে ব্যাপক বিস্তৃত পরিসরে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতি সামাজিকভাবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশগতভাবে একটি বলিষ্ঠ রূপান্তরের গতিধারা সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য আমাদের যা করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে পণ্যের সুনিপুণ ডিজাইন, সম্পদের সুবিবেচিত ব্যয়, প্রাকৃতিক সম্পদের কম উপকরণ, কম নির্গমন এবং কম বর্জ্য ও দূষণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এর সবগুলোই এমনভাবে অর্জন করতে হবে যাতে নতুন, সবুজ ও অর্থনৈতিক সুযোগে দরিদ্র ও দুস্থ শ্রেণিগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সবুজ অর্থনীতির ধারণা নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোর চলতি আলোচনা থেকে এ কথা পরিস্ফুট হয়েছে যে, সবুজ অর্থনীতি প্রতিটি দেশ, উন্নয়নের পর্যায়, এর শাসন ব্যবস্থা ও এর ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং ধরনেও তারতম্য হবে। একটি ব্যাপকভিত্তিক নীতিগত হাতিয়ারের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতির পথ সুগম হতে পারে। এতে বাজার ব্যবস্থাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর ও সামগ্রিকভাবে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, জনঅবকাঠামো বিনিয়োগ এবং গবেষণা ও নবপ্রবর্তনকে উদ্দীপিত করার ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত করতে হবে।

যাই হোক, একটি সবুজ অর্থনীতির কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছে, যা রিও-২০ সম্মেলনে মতৈক্যের ভিত্তি হতে পারে। এসব অভিন্ন উপাদান ১৯৯২ সালে রিওয় মতৈক্যে উপনীত হওয়া অনেক চুক্তিকে জোরদার করবে। উদাহরণ হিসেবে একটি সবুজ অর্থনীতিকে হতে হবে :

- স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন ও এর তিনটি স্তম্ভকে সমন্বিত করার একটি উপায়, কোনো বিকল্প নয়;
- স্বেচ্ছা ভিত্তিতে জাতীয় পরিস্থিতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে অভিযোজিত;
- জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং অভিন্ন অথচ ভিন্নতর দায়িত্বের পঙ্‌ক্তিভুক্ত;
- জনকেন্দ্রিক, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেবে এবং সুফল বণ্টন ও বর্ধিত সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তর ন্যায্যতার পথ সুগম করবে।

অবশ্য একটি সবুজ অর্থনীতির সুযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সবুজ অর্থনীতির দেয়ার মতো বেশিরভাগ সুযোগ গড়ে তোলার জন্য আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকের মতো বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা উতরাতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সামর্থ্য বিনির্মাণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার আকারে বর্ধিত সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

সবুজ অর্থনীতির নীতি ও কর্মকৌশল পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সরকারগুলোকে সাহায্য করার লক্ষ্যে তাদের সমন্বিত ও সঙ্গতিপূর্ণ নীতি সম্পর্কিত উপদেশদান, কারিগরি সহায়তাদান, অর্থায়ন ও সামর্থ্য গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো ভালোভাবে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা সংগঠিত করার উপায় হবে রিও+২০ সম্মেলনের একটি প্রধান দেখার বিষয়। সদস্য দেশগুলোর জন্য কার্যকর সমন্বয় ও সহায়তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার লক্ষ্যে রিও+২০ একটি সুযোগ এনে দিচ্ছে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যগুলোর (এসডিজি) সংজ্ঞা নির্ণয়ে রিও+২০ সম্মেলনে মতৈক্যের লক্ষ্যে গতিবেগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতীয় সরকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুকে একত্রিত করবে। মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি) ক্ষেত্রে অনুকূল অভিজ্ঞতা এই চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যগুলোকে এমডিজির সম্পূরণ ও শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে যে, এমডিজি দারিদ্র্য বিদূরণ এগিয়ে নেয়া ও সামাজিক উন্নয়নে নিমিত্ত হয়ে রয়েছে। এসডিজির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হবে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পারস্পরিক বণ্টিত প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করবে। উন্নয়ন ও পরিবেশকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার প্রচেষ্টায় অনেক উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের সমন্বিতকরণ, বাস্তবায়ন ও সঙ্গতি এগিয়ে নিতে আমি একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার জোরালো আহ্বানও শুনেছি। একটি স্থিতিশীল উন্নয়ন পরিষদের পক্ষে বেশ কয়েকটি সরকার ও সুশীল সমাজের সমর্থন উৎসাহব্যঞ্জক। স্থিতিশীল উন্নয়নকে আন্তর্জাতিক নীতির এজেন্ডায় আরো ওপরে নিয়ে যাওয়া এবং সরকার ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রণেতার উচ্চ পর্যায়ের অংশগ্রহণ ও নিয়োজন আকর্ষণের জন্য আমাদের একটি উচ্চ মর্যাদার সংস্থার প্রয়োজন।

স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিবেশ সংক্রান্ত স্তম্ভ এবং এর কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচিকে (ইউএনইপি) শক্তিশালী করার প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক মতৈক্য রয়েছে।

রিও+২০কে সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে হতে হবে একটি উন্নয়ন সম্মেলন। সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও বিশ্বের সকল মানুষের সহায়তাপুষ্ট এই সম্মেলন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের জন্য বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক প্রজন্মে একবারের একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে, যা একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ অর্জনে একটি শক্তিশালী কাঠামো এনে দেবে। আমরা সক্রিয় ও জোরালোভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের তিনটি চূড়ান্ত লক্ষ্য— অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সর্বজনীন সামাজিক কল্যাণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ অনুসরণ করলেই এটা হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, ফলাফল হবে চ্যালেঞ্জের সমানে সমান।

সুশীল সমাজ এবং রিও+২০

বোনিয়ান গোল মোহাম্মাদি

১৯৯২ সালে মূল রিও সম্মেলনের পর ২০টি বছর পার হলেও তা রিও প্রক্রিয়ার পক্ষে উচ্চ আশা জাগিয়ে তোলেনি। বরাবরের মতোই অগ্রাধিকার চলে গেছে ব্যবসার দিকে, পরিবেশগত লক্ষ্যগুলো এজেন্ডা ২১-এর বাস্তবায়ন খুব ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে। জনআলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু নিয়ে বিশ্বের আলোচনা অব্যাহতভাবে ভেঙে পড়ার অবস্থায় রয়েছে। তবে আমরা হাল ছেড়ে দেইনি।

আমরা এ বছর আবার রিও ডি জেনিরোয় যাচ্ছি এবং আমরা যারা সেখানে থাকব—১১০-এর বেশি সরকারপ্রধান, আলোচক, বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের শত সহস্র প্রতিনিধি—তাদের সবাই অগ্রগতি সাধন ও বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাদবাকি বিশ্বের কাছে দায়বদ্ধ।

স্থিতিশীল উন্নয়ন এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে ও পরস্পরের মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছি। একশ' চল্লিশ কোটির বেশি লোক একদিকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে সম্পদ শূন্যকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত উন্নয়নের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেছেন, আমরা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের ক্রমবর্ধমান 'পাসপোর্টবিহীন সমস্যার' সম্মুখীন হচ্ছি—কেবল সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমেই এগুলোর সমাধান করা যেতে পারে।

রিও+২০ ফলাফল বিবরণীর নিরিখে তার পূর্বসূরির মতো অতোটা দিতে যাচ্ছে না, বরং তার লক্ষ্য হচ্ছে পুরনো প্রতিশ্রুতিগুলোকে পুনর্তেজোদ্দীপ্ত করা।

এর প্রথম ও সর্বাগ্র লক্ষ্য হলো স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি বিশ্বের অঙ্গীকারগুলোর নবায়ন। যেমনটি রিও+২০-এর মহাসচিব শা জুকাঙ বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, রিও+২০-এর লক্ষ্য হলো 'বাস্তবায়নের সম্মেলন' হওয়া।

বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা প্যানেলের যুক্তি হলো যে, কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রয়োজন, যা সামষ্টিক অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি নীতি প্রণয়ন ও কাজের সুফল অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ইচ্ছাকে উজ্জীবিত করবে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন 'স্থিতিশীল উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভের সমতাকে যা স্বীকার করে সেই নতুন অর্থনৈতিক উদাহরণের' প্রয়োজন তুলে ধরছেন। তাই আমরা কীভাবে এই নতুন কার্যপদ্ধতি অর্জন করব?

এই নতুন পদ্ধতির কুলুপ উন্মোচন ও রাজনৈতিক ইচ্ছার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার চাবিকাঠি হলো একটি অবহিত, সক্রিয় ও নিয়োজিত সুশীল সমাজ যা তার প্রয়োজন ব্যক্ত করতে সক্ষম। সুশীল সমাজকে সরকার ও করপোরেশনগুলোর প্রতি পরিষ্কারভাবে সঙ্কেত দিয়ে যেতে হবে যে, তা এমন একটি নতুন, ন্যায্য ও

সবুজ অর্থনীতির নীতিমালা চায় যা ভবিষ্যৎ বংশধরের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এই ভবিষ্যৎ রক্ষা ও স্থিতিশীল করার জন্যও তাকে একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) ৪শ' নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের প্রণীত ফোরসাইট প্রসেস রিপোর্টে পরিবেশের প্রতি মানব আচরণের দ্রুত পরিবর্তনগুলোকে একটি শীর্ষ প্রকাশমান বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। নীতি ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা স্থিতিশীল ভোগকে উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু জনসচেতনতা ও জনচাহিদার মাধ্যমেই কেবল সেসব প্রণোদনার সৃষ্টি হতে পারে।

বিশ্ব জাতিসংঘ সমিতি ফেডারেশন WFUNA ও-এর সদস্য জাতিসংঘ সমিতিগুলো (UNA) একটি অবহিত, সক্রিয় ও নিয়োজিত সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে কাজ করছে। জাতিসংঘ সমিতি ফেডারেশন এবং জাতিসংঘ সমিতিগুলো সুশীল সমাজে কার্যকরভাবে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করার মতো নীতি পরিবর্তনের চাহিদায় অনুকূল তথ্য জোগানোর ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে।

ডব্লুএফইউএনএ তার নিউইয়র্ক অফিস থেকে সরাসরি অনলাইন সেমিনারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ তথ্য বিনিময় এবং ৪৫টির বেশি দেশের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনার হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি পূরণে অবদান রেখেছে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে জিম্বাবুয়ে পর্যন্ত জাতিসংঘ সমিতিগুলো বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়গুলো স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিয়ে যে স্বপ্ন লালন করে তা নিয়ে সংলাপ ব্যবস্থা করছে। জাতিসংঘ সমিতিগুলো ঘানা, সাওটোমে ও অন্যান্য স্থানে সামাজিক পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ ও সংবেদনশীলতা প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মানুষকে তাদের পরিবেশের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করার জন্য কাজ করছে। বুলগেরিয়া, কানাডা, কিউবা ও ডেনমার্কে স্থিতিশীলতা নিয়ে জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক তরুণদের বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতার দিকে অবহিত করছে। জাতিসংঘ সমিতি—অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত জনআলোচনার পর প্রকাশিত মেলবোর্ন ঘোষণায় ভবিষ্যৎ সম্পর্ক জন-ও-গ্রহকেন্দ্রিক একটি সুস্পষ্ট স্বপ্ন ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ প্রতিবেশগত সীমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সবার জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করে এমন একটা ব্যবস্থার জন্য তাদের ইচ্ছা জানানোর উপায় শিখছে।

একটি সাড়াকে সমন্বিত করার জন্য বিশ্বকে আওতার মধ্যে নেয়ার মতো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ২১ শতকের ২১টি বিষয়ের তালিকার মধ্যে ইউএনইপি ফোরসাইট প্রসেস বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার চ্যালেঞ্জের সঙ্গে শাসনকে এক সারিতে নিয়ে আসাকে তার প্রথম প্রকাশনার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রহ সীমান্তের নিকটবর্তিতা ও স্থিতিশীলতাবিনাশী একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার মতো ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সীমান্ত অতিক্রমী সঙ্কট অগ্রগতির প্রতি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতি বিশেষজ্ঞ থমাস জি ওয়েইস মনে করেন, এসব সমস্যা সামাল দেয়ার জন্য প্রয়োজন 'ব্যাপক উদ্যোগ ও কার্যক্রম, যা একপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয়, এমনকি বহুপক্ষীয়ও নয়, বরং বৈশ্বিক।' এই দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার মতো জাতিসংঘই একমাত্র সংস্থা। এ জন্যই ডব্লুএফইউএনএ সংবাদমাধ্যম, জনসংলাপ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বিতর্কের মাধ্যমে অধিকতর শক্তিশালী, আরো কার্যকর বিশ্ব শাসনের পক্ষে

সক্রিয়ভাবে কথা বলছে।

রিওতে প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সুশীল সমাজকে নিমিত্তস্বরূপ হতে হলে বড় বড় গ্রুপ ও সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে (সিএসও) আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোর মধ্যে আরো ভালোভাবে সমন্বিত হতে হবে। হাজার হাজার ব্যক্তি এখন পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে এবং সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। সিএসওর এই নিয়োজন ১৯৯২ সাল থেকে সম্প্রসারিত হচ্ছে বলে স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জনের জন্য আরো উন্মুক্ততা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের সকল স্বার্থসংশ্লিষ্টের মধ্যে আরো উন্নত বৈশ্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

গত মার্চে সদস্য দেশগুলো ও বড় গ্রুপগুলোর এক সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরো দীর্ঘ সময় ধরে সংলাপের অনুরোধ জানায়। অবশ্য এই উৎসাহব্যঞ্জক অনুরোধ নিয়ে আরো এগিয়ে গেলে বড় গ্রুপগুলোকে আলোচনায় কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে না কেন? বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিএসওর সংশ্লিষ্টতা গভীর করার সফল দৃষ্টান্ত রয়েছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির সূচনা করেছে সুশীল সমাজ এবং এর আলোচনায় সরকারের সঙ্গে সমানভাবে সুশীল সমাজকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। জীববৈচিত্র্য কনভেনশনে ফ্রেন্ডস অব দ্য চেয়ার ব্যবস্থা কনভেনশনের প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। রিও+২০ আলোচনা থেকে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির অতীব কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ করতে হলে সুশীল সমাজকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো ভোটদান কাঠামোর মাধ্যমে সমান আসন দেয়া যেতে পারে। আর যাই হোক, সুশীল সমাজ কেবল প্রায়শই অবহেলিত লোকদের স্বার্থের কথাই বলে না, তারা গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি সামর্থ্য ও স্থানীয় জ্ঞানও নিয়ে আসে।

প্রকৃত কার্যক্রমের অনুপস্থিতিতে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা ৯শ' কোটিতে উন্নীত হবে এবং সম্পদের চাহিদা অনুরূপভাবে বেড়ে যাবে বলে আমরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন রয়েছি সেগুলো জটিল হয়ে পড়বে। বিশ্ব স্থিতিশীলতা প্যানেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের আরো শতকরা ৫০ ভাগ বেশি খাদ্য, শতকরা ৪৫ ভাগ বেশি জ্বালানি ও শতকরা ৩০ ভাগ বেশি পানির প্রয়োজন হবে, আর এর সবগুলোর প্রয়োজনই এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন পরিবেশের সীমানা সরবরাহের নতুন সীমারেখা টেনে দেবে।

বিশ্বের অতীতের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এই কাজটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে করতে হবে—জুনে রিওতে যারা সম্মেলনে বসছেন, সকল পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্বের সুশীল সমাজ সবাইকে। এই গ্রহে আমরা একসঙ্গে আছি আর একটি দল হিসেবেই কেবল আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও বেআইনি পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২৬ জুন ২০১২

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও বেআইনি পাচার বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার ওপর একটি গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে চলেছে।

অবৈধ মাদকদ্রব্য হতে উৎপাদিত কোটি কোটি ডলার সন্ত্রাসবাদী ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ যেমন মানব পাচার এবং মানব ও অস্ত্রের চোরাচালানিকে সহায়তা করে।

অবৈধ মাদকদ্রব্য ও এর সাথে জড়িত অপরাধ চক্রগুলো আইনের শাসনকে দুর্বল করে দেয়। তাদের দায়মুক্ত কর্মকাণ্ড তীব্র ভীতির কারণ হয়ে দাড়ায় ও সর্বস্তরের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, মধ্য আমেরিকায় আন্তর্জাতিকভাবে সংঘটিত অপরাধ ও মাদকদ্রব্য পাচারজনিত সহিংসতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অঞ্চলটিতে বর্তমানে নরহত্যার হার বিশ্বের সর্বোচ্চ।

আফগানিস্তানে আফিম-ব্যাপকতার হার বিশ্বে সর্বোচ্চ হওয়ার দরুন সেখানে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। মায়ানমারের অংশবিশেষে কৃষকরা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক শস্য হিসেবে আফিমের উৎপাদন করছে।

এই চ্যালেঞ্জটি আরো প্রবলভাবে দেখা যায় পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায়, যা ইউরোপে মাদক পাচারের প্রধান রুটগুলোর অন্যতম। দুর্বল আইনি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কারণে এই অঞ্চলের দেশগুলো বড় ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন।

তাছাড়া, ট্রানজিট প্রদানকারী দেশসমূহ এখন আর শুধু সরবরাহ প্রবাহের সংযোগস্থল নয়; মাদকদ্রব্যের আগমনের কেন্দ্রস্থলও বটে। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা দিয়ে পাচারকৃত কোকেনের প্রায় অর্ধেক অংশ এ অঞ্চলেই রয়ে যায়। মাদকদ্রব্য সেবনের এমন পরিবর্তনশীল ধারা বহু কষ্টার্জিত টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসনকে বিপন্ন করে তোলে।

জাতিসংঘের মাদক, অপরাধ ও দুর্নীতি বিষয়ক কনভেনশনগুলো বিশ্বের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে। মাদক পাচার বন্ধে, বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের একটি দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প দিতে ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের কাছে তাদের সুস্বাস্থ্য ও মানবাধিকার তুলে ধরতে একত্রে এই নীতিগুলো একটি সুষম পদ্ধতি উপস্থাপন করে।

উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা এবং মাদক ও অপরাধ দমনে আমাদের সংগ্রাম আরো বেশি কার্যকর হবে যদি তা তৃণমূল হতে যুব, সুশীল সমাজ, সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়। একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমরা কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে এবং মাদক ও অপরাধের গ্রাস হতে দেশ, সমাজ ও পরিবারকে মুক্ত করতে পারি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

২১ জুন, ২০১২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের জন্য জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এক সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইমেরিটাস প্রফেসর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন প্রিজনার। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জাতিসংঘ সনদপত্র প্রদান করা হয়। এর আগে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সভা কক্ষে প্রথম পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান কেন্দ্রটির গ্রন্থাগার সেবার ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতিসংঘ বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

সার্টিফিকেট প্রদান করছের স্টিফেন প্রিজনার

অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছবি

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস পালন

২৬ জুন, ২০১২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে গত ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম লুৎফুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউএনওডিসির এইচআইভি ও এইডস্ বিষয়ক উপদেষ্টা এ বি এম কামরুল আহসান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

উপাচার্য ড. লুৎফুর রহমান

কাজী আলী রেজা

উপাচার্যকে স্মারক উপহার প্রদান করা হচ্ছে

দর্শকদের একাংশ

টেলিফোন-ফ্যাক্স নম্বর পরিবর্তন

ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৪ ৩১০৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৪৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9143106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org